দৈনিক ইনকিলাব

057

তারিখ 03 MAR 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

কিণ্ডার গার্টেন নিয়ে ভাবনা

এ দেশে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে যে সব জটিলতা ও সমস্যা বর্তমান তার অনেকটাই কিণ্ডার গার্টেন নামে পরিচিত এক ধরনের স্কুলের অস্তিত্বের পরিণতি। উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে নিশেষ করে বড় বড় শহরগুলোতে এ ধরনের স্কুল প্রতি ধনী শ্রেণীর যে লোকই তাদের সন্তানদের ঐসব স্কুলে পাঠান। কিন্তু ঐসব স্কুলে যতটা না সুশিক্ষার ব্যবস্থা আছে তার চাইতেও বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে ফ্যাশন সর্বস্বতার দিকে। স্বাধীনতার আগেও ঐ ধরনের স্কুল ছিল অনেকগুলো। স্বাধীতার পরও এক দিকে যেমন কে জি স্কুল স্থাপনের প্রবণতা বেড়েছে তেমনি বেড়েছে সন্তান ভর্তি করানোর ব্যাপারে অভিভাবকদের মোহ। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বড় বড় শহরগুলোতে প্রতি বছরই ব্যাঙ-এর ছাতার মত অসংখ্য কে জি স্কুল গজিয়ে উঠেছে। সাধারণ সরকারী বেসরকারী স্কুল কিংবা প্রাথমিক স্কুলগুলোর মত আসলে এগুলো গঠিত হয় না। কারণ কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলো স্থাপিত হয় ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে অর্থাৎ কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলো হচ্ছে চাল-নুন-চা কিংবা চিনির ব্যবসায়ের মতোই।

অতএব, যারা কিণ্ডার গার্টেন স্কুল দিয়ে বসেছেন তারা তাদের বিদ্যালয়টিকে ব্যবহার করছেন বিপণী কেন্দ্র হিসেবে। স্কুল হিসাবে নয়। তারা শিক্ষার বেসাতি করছেন— বলা বাহুল্য, অত্যন্ত উচ্চ মূল্যে। কিন্তু অধিকাশং ক্ষেত্রেই মূল্য অনুযায়ী শিক্ষা দেয়া হয় না, তা সম্ভবও নয়। মুনাফা যেখানে লক্ষ্য সেখানে আর যাই হোক শিক্ষার কোন স্থান থাকতে পারে না। ঐসব স্কুলের একটি বিরাট অংশকর সাথে দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কোন সম্পর্কও নেই। শিক্ষার এমন এমন সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার সাথে আমাদের সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কহীন। স্রেফ মুনাফার তাগিদে গড়ে উঠা এসব স্কুল। এদের অনেকগুলোতেই আসা-যাওয়ার সুবন্দোবস্ত নেই। খেলার মাঠের তো প্রশ্নই উঠে না। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কে জি স্কুল সম্পর্কে জনমনে নানা অভিযোগ রয়েছে। এসব স্কুলের ক্ষতিকর দিক নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহল বিভিন্ন সময় তাঁদের মন্তব্য দিয়েছেন। বিভিন্ন মহল সমালোচনা করেছেন। কিন্তু কে জি স্কুল তাও বন্ধ হয়নি। বরং সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে জটিলতা রয়েছে। বৈষম্য ও তীব্রতর হচ্ছে। সুতরাং এ বিষয়ে সরকারী পদক্ষেপ অপরিহার্য।

—মোজাহারুল হক (বাবুল)